সমকাল

তারিখ 03 MAY 2017
পৃষ্ঠা ২০ ... ৫

সোহরাওয়ার্দী কলেজে নতুন ভবনের অপেক্ষা

■ কামরান সিদ্দিকী

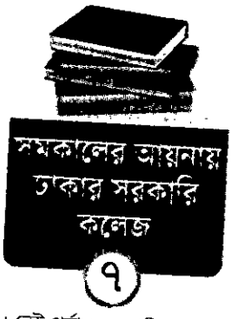

প্রবেশপথ মাত্র একটি। পা বাড়াতেই ডানে ছোট্ট কক্ষ; দেয়ালে লেখা 'ক্যান্টিন'। কক্ষের ভেতরে রয়েছে দু'চারটি এলোপাতাড়ি বেঞ্চ; সেখানে কয়েকজন গল্পে ব্যস্ত। খাবারের কোনো চিহ্ন নেই। এর পর 'উঠোন' সাইজের মাঠ পেরোতেই পাওয়া গেল ছাত্র সংসদ। সংসদ কক্ষের সামনে কয়েকটি চেয়ার। সেখানে বসে আছেন কয়েকজন ছাত্র। তাদেরই একজন উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী কাওসার জানালেন, এখানে কোনো মাঠ নেই। ক্যান্টিন, কমন রুম ও সেমিনার রুম নেই। নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম। এমনকি যথেষ্ট শিক্ষকও নেই। শুধু নেই আর নেই! কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের চিত্র এমন হতে পারে না।

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের এমন চিত্রই দেখা গেল। মাত্র শূন্য দশমিক ৬ একর আয়তনের এ কলেজে পড়াশোনা করছেন ১৭ হাজার শিক্ষার্থী। যার মধ্যে স্নাতক-স্নাতকোত্তরের বাইরে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীও রয়েছেন। তাদের কাছে এটি ক্যাম্পাস নয়, 'ইট-পাথরের জঞ্জাল'।

জানা যায়, আয়তন কম হওয়ায় পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। ফলে শ্রেণিকক্ষের সংকট তীব্র। এসব সমস্যা সমাধানে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

সোহরাওয়ার্দী কলেজে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

১০ তলা ভবন নির্মাণের একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয়েছে। এখন তা একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায়। ওই ভবনেরই অপেক্ষায় রয়েছেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সদ্য বিদায়ী শিক্ষক অধ্যাপক আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার সমকালকে বলেন, জগন্নাথ কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেওয়ার পর থেকে পুরান ঢাকার সরকারি কলেজের ওপর বিশাল চাপ পড়েছে। অথচ এখানে সরকারি কলেজ রয়েছে মাত্র দুটি– সরকারি নজরুল কলেজ ও সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ দুটিরই আয়তন ছোট। এ কারণে অবকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। বিসিএস শিক্ষা সমিতির এই সভাপতি আরও জানান, আগে জগন্নাথ কলেজে নৈশ ক্লাস চালু ছিল। এ দুটি কলেজে তা নেই। ঘনবসতিপূর্ণ এ এলাকায় শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাপ মেটাতে নৈশ ক্লাস চালুরও দাবি রয়েছে।

শিক্ষক সংকট : কলেজের ১৭টি বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৬৯ জন। তার মধ্যে ১৭ জনই সংযুক্ত। অনুমোদিত পদ ৭২ হলেও কর্মরত আছেন ৫২ জন। শূন্য পদ ২০টি। নতুন করে পদ সৃষ্টি না হওয়ায় এমন শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। এনাম কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রত্যেক বিভাগে ১২ জনের পদ থাকার কথা থাকলেও এখানে রয়েছেন সর্বোচ্চ ৫ জন। রসায়ন বিভাগে চারটি শিক্ষক পদের দুটিই শূন্য। অনেক বিভাগের অবস্থা একই রকম। বাংলা, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগে একটি করে অধ্যাপকের পদ রয়েছে। কিন্তু এ পদে কেউ নেই।

উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৪ ভাগ ফেল : ২০১৬ সালে এ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনটি বিভাগে ২ হাজার ৬২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তার মধ্যে ৭১১ জনই পাস করতে পারেনি, যা মোট শিক্ষার্থীর ৩৪ ভাগেরও বেশি। মানবিক বিভাগে সর্বাধিক ৩৮ ভাগের বেশি ফেল করেছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে প্রায় ৩৫ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২২ ভাগ শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়। ওই বছর এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া ১০ শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও এইচএসসিতে এসে জিপিএ ৫ পেয়েছে তিনজন।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীন রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজের একটি সোহরাওয়ার্দী কলেজ। আগামী ১৭ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হলেও এসব কলেজের এখনও রুটিন দেয়নি ঢাবি কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, গত মাসের শুরুতে সাত কলেজের অধ্যক্ষকে নিয়ে সভা হয়েছে। সেখানে পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়। শিগগির কলেজগুলোর মাস্টার্স পরীক্ষার সূচি দেওয়া হবে।

ছাত্র রাজনীতি : সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ। ২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর কামরুজ্জামান হিমুকে সভাপতি ও কাওসার হককে সাধারণ সম্পাদক করে সংগঠনটির ১০১ সদস্যের কলেজ শাখা কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময় এ কমিটির বিরুদ্ধে ভর্তিবাণিজ্য ও চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘদিন এই কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণও ছিল। গত ১৩ এপ্রিল কলেজ ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ২০ এপ্রিল সোহেল রানাকে সভাপতি ও আবদুল ওয়াদুদ খান শুভকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। চাঁদাবাজির বিষয়ে কাওসার হক দাবি করেন, যে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি থেকে তারা নিজেদের মুক্ত রেখে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়েছেন। সফল সম্মেলনের মাধ্যমে নতুনদের ওপর দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন।

এদিকে কলেজে ছাত্রদলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি রয়েছে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণের অধীনে সংগঠনের নেতাকর্মীরা কাজ করেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাজীব আহসান বলেন, শিগগির সেখানে নতুন কমিটি দেওয়া হবে।

অধ্যক্ষের বক্তব্য : কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ আবদুল কুদ্দুস সমকালকে বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি অর্থবছরে ১০ তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে। ভবনটি হলে ক্যান্টিন, সেমিনার রুম, সুবৃহৎ লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ– কোনো কিছুই অপূর্ণ থাকবে না। তিনি বলেন, আপাতত শ্রেণিকক্ষ সংকট নিরসনে শিফট ভাগ করে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। অতিথি শিক্ষক দিয়ে সংকট মেটানো হচ্ছে। এইচএসসির ফল বিষয়ে তিনি বলেন, সাধারণত কম জিপিএপ্রাপ্ত, তুলনামূলক কম মেধাবী ও আশপাশের জেলাগুলোর শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়। তাদের দূর-দূরান্ত থেকে যাতায়াতে কষ্ট করতে হয়। কী ফল নিয়ে ভর্তি হলো আর কী পেল, সে বিবেচনায় ফল খারাপ বলা যাবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর